দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন,১৩/৪/২২

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

■ কৃষিবিদ মো.সামছুল আলম ■

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম , দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল (রোববার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে ।এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয় সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুন বাগিচা, খিলগাঁও , এলেনবাড়ী ,যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩ টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়,প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫শ কেজি সরবরাহ করা হবে। হাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে।একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন।

গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

> বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)

বাংলাদেশ উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি)নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭ টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১ টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ২৪১ টি জুন ২০২২ এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেনো কোন প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে দাড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় বেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গতবছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিলো। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারী ও চাষীদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালিন সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষী, খামারী বাচঁবে ফলে দেশও বাঁচবে।

লেখক : কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

দৈনিক ঢাকা টাইমস,১০/৪/২২

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম

একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তখন সুলভ মূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, কালশী, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, জাপান গার্ডেন সিটি ও নতুন বাজারে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

সুলভ মূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১ হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১ হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। হাসির মাংস বাড়িয়ে ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রি করা হবে।

তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

> মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা(বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারিকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। ১ লাখ ৪৯ হাজারের বেশি খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি আগামী জুন মাসের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালিন সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষী, খামারী বাচঁবে ফলে দেশও বাঁচবে।

লেখক: গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দৈনিক ইত্তেফাক,১৩/৪/২২

রমজান মাসে মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম

একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভ মূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল (রবিবার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোলট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। মূলত সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১ হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১ হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে ১ হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণিচিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউজ তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বিমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয়, সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

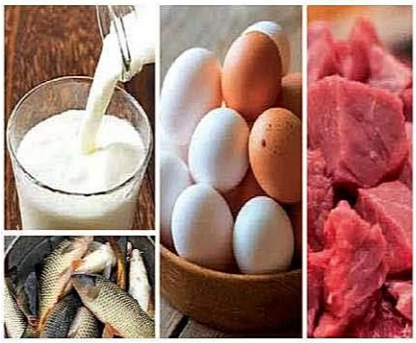

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে

২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদি পশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজারব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে ফলে দেশও বাঁচবে।

● লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

কেবল পানাহার বন্ধ রাখাই রোজা নয়

পবিত্র মাহে রমজানের পঞ্চম দিনের রোজা অতিবাহিত করার আমরা তৌফিক লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র রমজানের এইদিনগুলো বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ যথাযথ ধর্মীর্য? ভাবগাম্ভির্যের সাথে অতিবাহিত করছেন।

এখন আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, এই যে রোজাগুলো আমরা পালন করেছি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য, আসলেই কি আমরা এ দিনগুলোতে আল্লাহর নির্দেশমত জীবন পরিচালিত করেছি? আমরা কি মিথ্যা বলাসহ সর্ব প্রকার পাপ থেকে বিরত থেকেছি? আমরা কি আমাদের ব্যবসায় অধিক মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করেছি? আমরা কি আল্লাহর ধ্যানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছি?

আমাদের উত্তর যদি না হয়, তাহলে এই রোজা রাখা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা রোজা মানুষের মাঝে এক ধরনের বিনয়, ধৈর্য, সর্বপ্রকার পাপ মুক্ত এবং সহ্য-ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আর রোজার মাধ্যমে মানুষ তার নিজের নাফসের সংশোধনও করে। যেব্যক্তি রোজা রেখে বৃথা কাজকর্ম করে, মিথ্যা কথা বলে, ধোকা দেয়, ব্যবসায় মানুষকে প্রতারিত করে, এমনটি করলে এই রোজা রাখা তার জন্য কোন কাজে লাগবে না। বরং এটি শুধুমাত্র উপবাস থাকারই নামান্তর।

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকেনা আল্লাহতায়ালার জন্য তার উপবাস থাকা এবং পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ তার রোজা রাখা বেকার বলে গণ্য হবে' (বুখারি, কিতাবুস সওম)।

অর্থাৎ যখন মানুষ রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন সে শুধু নিজেকে উপবাসই রাখে যা আল্লাহতায়ালার জন্য কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন, কোন নিয়তে সে রোজা রাখছে এটাই মূল বিষয়।

হজরত ফাতেমা যাহরা (রা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি নিজের জিহবা, চোখ, কান সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সংযত করতে পারে না তার রোজা কোন কাজেই আসবে না' (বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৩, পৃষ্ঠা ২৯৫)।

একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র অভুক্ত আর পিপাসার্ত থাকাই রোজার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা মহানবি (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন কোনদিন রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে তবে তার বলা উচিত, 'আমি রোজাদার' (বুখারি)।

তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন, 'যে ব্যক্তি রোজাদার আর সে যদি চুপ থাকে তাহলে সেটাও তার জন্য ইবাদত, তার ঘুমও ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হবে। তার দোয়া গ্রহণীয় হবে। আর তার আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে'।

মহানবি (সা.) আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যারা রমজান মাসে প্রবেশ করেছে এবং আন্তরিকতার সাথে রোজা রাখছে তাদের চেহারায় এক পবিত্র পরিবর্তন দেখা যায়, তাদের আত্মা নুরানী হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর শয়তানকেও শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি রমজান থেকে কল্যাণ না উঠিয়ে কেবল সেহরি আর ইফতার করে তার জন্য এই রোজা কোনো কাজের নয়।

তাই আসুন, রমজানের দিনগুলোকে কাজে লাগাই, অনেক বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে রত ইহ, বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহপাকের স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত করি আর ফিতরানা, ফিদিয়া সহ অধিকহারে সদকা-খয়রাত করি।

আমরা যদি এমনটি করতে পারি তবেই না এই রমজানে আমাদের আত্মা হয়ে ওঠবে প্রশান্তিপ্রাপ্ত। আর আল্লাহপাকও তাকে সম্বোধন করে আহ্বান জানাবে, হে প্রশান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।

হে পরম কৃপাশীল প্রভু! পবিত্র রমজান মাসের বরকত ও কল্যাণ থেকে তুমি আমাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত কর, আমিন।

কোন দিকে এগুচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবী

রায়হান আহমেদ তপাদার

উনিশ শতকে মানুষ গড়ে মাত্র ৩৭ বছর বাঁচত, আজকে বাঁচছে ৭৮ বছর। কাজেই সিঙ্গুলারিটি পয়েন্টে পৌছাতে না পারলেও আগামীতে যে গড় আয়ু বেড়ে ১০০ পার করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সামান্য আর্থসামাজিক ভারসাম্যহীনতাতেই কিন্তু ভীষণ রকম ডিস্টোপিয়ান হয়ে উঠতে পারে। দেখা দিতে পারে আরও বেশি অসাম্য; সেখান থেকে হতাশা ও নৈরাজ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে উৎপাদনে রোবটের ব্যবহার এমন একপর্যায়ে পৌছতে পারে যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর সম্পদের ফারাক অনেকগুণ বেড়ে যাবে উন্নত দেশগুলোর ত্রুটিহীন অসঙ্খ্যতির কারণে। এরা তাঁদের বিপুল সম্পদ নিয়ে প্রথমে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পানি-সীমানায় নিজস্ব কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে বড়লোকপাড়া স্থাপন করবে। যাইহোক মূল কথায় আসা যাক।চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন অভিযান শুরুর আগের দিন পুতিন ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তব্যে ইউক্রেনের আলাদা কোনো রাষ্ট্রের ইতিহাস নেই এবং ইউক্রেন রুশ জাতি ও ইতিহাসের অংশ বলে উল্লেখ করেন তিনি। এতে করে ইউক্রেনের স্বাধীন দেশ হিসেবে অস্তিত্ব লাভের বিরুদ্ধে পুতিন হুবহু ফাউন্ডেশন অব জিওপলিটিক্সে উল্লেখিত ডুগিনের বক্তব্যই তুলে ধরেন। ডুগিন উল্লেখ করেন, ক্রাইমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইউক্রেনকেও অংশ বানাতে হবে রাশিয়ার। পুতিন ডুগিনের প্রথম পরামর্শ ২০১৪ সালে বাস্তবায়ন করেন। একই সাথে ডনবাস অঞ্চলে রুশ বংশোদ্ভূত প্রক্সিকে দিয়ে লুহানস্ক ও ডনেটস্কের একটি অংশ দখল করে নেয়া হয়। আর এবার ইউক্রেনে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করার প্রাক্কালে এই দুই অঞ্চলকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন পুতিন। কিন্ত ডুগিনের পরিষ্কার কথা ছিল, ইউক্রেনকে রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত করা উচিত; কারণ একটি রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনের কোনো ভূ-রাজনৈতিক অর্থ নেই, কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সার্বজনীন তাৎপর্য নেই, কোনো ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য নেই, কোনো জাতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। এর নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমগ্র ইউরেশিয়ার জন্য একটি বিশাল বিপদের কারণ হতে পারে। ইউক্রেনীয় সমস্যা, মহাদেশীয় রাজনীতি নিয়ে কথা বলা সাধারণভাবে অর্থহীন। ইউক্রেনকে স্বাধীন থাকার অনুমতি দেয়াই উচিত নয়।পুতিন এসব কথাই তার প্রাক্তযুদ্ধ ভাষণে বলেছিলেন।রাষ্ট্রিক ক্ষমতার সাথে ভূ-রাজনৈতিক দর্শনের সম্মিলন ঘটলে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ডে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে।সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে গ্রহণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ যখন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে নেমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে একের পর এক অভিযান চালান তখন আমেরিকান প্রশাসনের রাডার থেকে বেশ খানিকটা বাইরে থেকে যায় পুতিনের কর্মকাণ্ড ও রাশিয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। অথচ পুতিন কেবল চালানোর জন্য ক্ষমতায় আসেননি। তিনি রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের এক আগ্রাসী মতবাদে বিশ্বাস নিয়ে ক্ষমতায় বসেন। পুতিনের এই ডকট্রিনের শুরু হলো যাটোর্ধ্ব বয়সী আলেকজান্ডার ডুগিন। ওয়াশিংটন পোস্টে গত ২২ মার্চ প্রকাশিত এক কলামে ভ্লাদিমির পুতিনের মস্তিষ্ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে রুশ কৌশলবিদ ও দার্শনিক আলেক্সান্ডার ডুগিনকে। ডুগিনের কার্যক্রম যদি কেবলই তত্ত্বের মধ্যে সীমিত থাকত তাহলে এর প্রভাব বিশ্বপরিস্থিতিতে তেমন একটা পড়ত না। পুতিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ডুগিনকে দেশটির ভবিষ্যৎ তাত্ত্বিক গাইড হিসেবে গ্রহণ করেছে।সর্বশেষ খবর অনুসারে ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেছেন, দ্বিতীয় পর্বে তিনি ডনবাস অঞ্চলের স্বাধীন ঘোষিত লুহানস্ক ও ডনেটস্কে জোরদার অভিযান চালাবেন। ইউক্রেন অভিযানের সাফল্য-ব্যর্থতা মূল্যায়নের সময় হয়তো এখনো আসেনি। এক মাস আগে ইউক্রেন অভিযান শুরুর সময় ধারণা করা হচ্ছিল অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যে কিয়েভের পতন ঘটবে। এক মাসের বেশি সময় পরও সেভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো শহরের পতন ঘটাতে পারেনি ক্রেমলিন বাহিনী। এখন মস্কো ভাড়াটে সৈন্য খুঁজছে ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে।এর একটি কারণ হতে পারে রাশিয়ার যে সামরিক শক্তিমত্তা হিসাব করা হয়েছিল বাস্তব অবস্থা হয়তো সে রকম ছিল না। আর ইউক্রেনের প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছিল বাস্তবে তা অনেক বেশি।রাশিয়ার চাপ বা হুমকির মুখে ইউক্রেনকে শেষ পর্যন্ত ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য করা হয়নি। অথবা ইউক্রেন ন্যাটো সরাসরি সেনা প্রেরণ বা দেশটির আকাশকে নো ফ্লাই জোনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে রাশিয়াকে ঠেকানোর জন্য পশ্চিমারা সর্বাত্মক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। একই সাথে ইউক্রেনকে অকৌশলগত অস্ত্র সহায়তাও দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, পুতিন এর আগে ক্রাইমিয়া দখল করেছেন, জর্জিয়ার দু'টি অঞ্চলে রুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কাজাখস্তানে সেনা পাঠিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে যে মাত্রার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে তুলনায় ইউক্রেন আগ্রাসনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বলয় কেন অনেক বেশি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছে? ইউক্রেন যুদ্ধের আসল রহস্য কোথায়?পুতিন ডকট্রিন ও পুরনো প্রভাব ফেরানো ভ্লাদিমির পুতিন তার পূর্বসূরি বরিস ইয়েলৎসিন থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো.সামছুল আলম

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম , দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল(রোববার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্টলে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্টলে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ফ্রেজড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুন বাগিচা, খিলগাঁও , এলেনবাড়ী ,যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩ টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্তিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়,প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫শ কেজি সরবরাহ করা হবে। হাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে।একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌছেছে । পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্কিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা(বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি)নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭ টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১ টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ২৪১ টি জুন ২০২২ এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেনো কোন প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে দাড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু বিনে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গতবছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিলো। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারী ও চাষীদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালিন সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষী, খামারী বাচঁবে ফলে দেশও বাঁচবে।

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

দৈনিক খোলা কাগজ
৯/৪/২২

রমজানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

মো. সামছুল আলম

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। রাজধানীর সচিবালয় সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভ মূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫ শ' কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানির পর্যায়ে পৌঁছেছে । পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭ শ' কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২ শ' প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ' খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনার সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫ শ' কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে।

মো. সামছুল আলম : কৃষিবিদ; গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
alam4162@gmail.com

দৈনিক নয়া শতাব্দি, ১৩/৪/২২

রমজানে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল (রোববার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ১ রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুন বাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদফতর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫শ' কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একইসঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ' কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ' প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ' খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

> করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টার হাউস তৈরি করা হবে। একইসঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বিমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিল তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয়ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ' কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে, ফলে দেশও বাঁচবে।

লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ
১০/৪/২২

ছবি : সংগৃহীত

পর্যবেক্ষণ

মো. সামছুল আলম

অসাধু ব্যবসায়ী দমনে বিকল্পে সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোলট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও , এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোলট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে।

বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রি করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের জিডিপির ৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কেনা হয়েছে। এরই মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমানীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডেটাবেইস উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয়, সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ টন ছিল , তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদি পশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে– বাঁচবে দেশ।

লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
alam4162@gmail.com

দৈনিক ভোরের কাগজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ
১১/৪/২২

সুলভ মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রয় ইতিবাচক

মো. সামছুল আলম

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোলট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোলট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভ মূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), এক হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। হাঁসের মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে।

তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোলট্রি এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বিমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ টন ছিল তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কুরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কুরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্বৃত্ত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিতে করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে, ফলে দেশও বাঁচবে।

মো. সামছুল আলম : কৃষিবিদ ও কলাম লেখক।
alam4162@gmail.com